আল কুরআনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থ

কুরআন মজীদের আল্লাহ মনোনীত ব্যাখ্যাকার হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। আল্লাহ তাঁকে কিতাব শিক্ষা দেয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবী (রা)-গণ এ কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সে তাফসীর ছিল সময়ের প্রয়োজনে, জনগণের জিজ্ঞাসা নিবারণের চেষ্টা মাত্র। প্রথাগত তাফসীর গ্রন্থ রচনার কাজ রাসূল (স) বা সাহাবী (রা)-দের যুগে তেমন হয়নি। যদিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) এ বিষয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো তাঁরা তাঁদের কাজের কোনো গ্রন্থাবদ্ধ রূপ প্রদান করে যাননি। পরবর্তীতে অবশ্য তাঁদের কাজসমূহ সংকলন করা হয় এবং তা তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) ও তাফসীরে উবাই ইবনে কা'ব (রা) নামে পরিচিত হয়। সাহাবাদের যুগ শেষেই মূলত কুরআন মজীদের তাফসীরের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এরই প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে রচিত হতে থাকে তাফসীরে জামেউল বয়ান, তাফসীরে কাশশাফ, মাফাতিহুল গায়ব, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফরীরে ফাতহুল কাদীর, রুহল মাআনী, তাফসীরে মানার, মাআলিমিত তানযীল, মাআরিফুল কুরআন, ফী যিলালিল কুরআন, আহকামুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, নূরুল কুরআনসহ কুরআন মজীদের অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. **তাফসীরে ইবনে আব্বাস :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)কে মহানবী (স) অভিহিত করেছেন তরজমানুল কুরআন বা আল কুরআনের ভাষ্যকার নামে। হযরত উমর ফারুক ইবনে খাত্তাব (রা) তাঁর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। এমনকি অনেক জটিল বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতামত জানতে চাইতেন। রাসূল (স) তাঁর জন্য বিশেষভাবে দুআ করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে কুরআন মজীদ বিষয়ে গভীর জ্ঞান দান করেন। তাফসীরখানি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) স্বয়ং রচনা করেননি। বরং তাঁর শিষ্য মুজাহিদ, ইকরামা প্রমুখের বর্ণনাসূত্রে মিসরের আবু তাহির মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ফিরোজাবাদী তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনুল আব্বাস নামে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তাঁর তাফসীরে প্রাচীন আরবি কবিতার উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

২. **তাফসীরে ইবনে জরীর :** এ তাফসীরের মূল নাম জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন। আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী

Scanned by CamScanner

(র) এ তাফসীরখানা প্রণয়ন করেন। তিনি ২২৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন, ৩১০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা তাবারী একজন উঁচু স্তরের মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি অব্যাহতভাবে চল্লিশ বছর বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শীআ হওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন ইসলামী জ্ঞান সমৃদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা তাবারীর তাফসীরখানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তাফসীরসমূহের জন্য এ তাফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসেবে গণ্য। ইমাম তাবারী আল-কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটিকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য তাঁর তাফসীরে সহীব বর্ণনার সাথে সাথে সাকীম বা প্রামাণ্য ও প্রমাণ পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার ওপর সমান আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তাফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল সে সময় আল কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যাতে এসব উপকরণ থেকে পরবর্তীকালের গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

জালালুদ্দীন সূয়ূতী বলেন, "ইবনে জরীর কেবল বিভিন্ন বর্ণনাই উদ্ধৃত করেননি বরং এর কারণসমূহও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এরও কারণ তুলে ধরেছেন।"

আবু হামিদ ইস্পাহানী বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ইবনে জরীরের তাফসীর লাভ করার জন্য সুদূর চীন পর্যন্তও সফর করে তবে তা আশ্চর্যজনক বা অনর্থক হবে না।" ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জামিউল বয়ানের বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

Scanned by CamScanner

৩. **আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস :** ইমাম আবু বকর আল জাসসাস (মৃ. ৩৭০ হি.) কর্তৃক এ তাফসীরখানা লিখিত। ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবি ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তাফসীরে কালামুল্লাহর বৈয়াকরণিক ও অলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। এ তাফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কুরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ওই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধি সম্বলিত। এ বিষয়ের ওপর আরও অনেকগুলো গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তবে সেগুলোর চাইতে আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস-এর স্থানই ঊর্ধ্বে।

৪. **তাফসীরে বাহারুল উলুম :** আবু লাইস ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ৩৭৩/৭৫ হি.) হচ্ছেন এ তাফসীরের প্রণেতা। তিনি হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রেরও একজন দক্ষ ইমাম ছিলেন। কিতাবুন নাওয়াযিল ফিল ফিকহ গ্রন্থটি ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির প্রমাণ। এছাড়া তিনি আরো অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর রচিত তাফসীর বাহরুল উলুম তাফসীর শাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটি তাফসীরে আবীল লাইস নামেও খ্যাত।

আবু লাইস (র)-এর তাফসীরখানি তিনখণ্ডে বিভক্ত। এতে তাফসীর শিক্ষা ও এর ফযীলত শীর্ষক এক অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন, নিছক ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে তাফসীর করা বৈধ নয়। তাঁর মতে, আল কুরআনের তাফসীর করার জন্য আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। হাদীসের আলোকে ও পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের মতের ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে হবে। তিনি তাঁর তাফসীরে সাহাবা ও তাবিঈদের বক্তব্য এবং পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জনের পরস্পর বিপরীত অভিমত উল্লেখ করেছেন। ইবনে জরীর তাবারীর মতো তিনি একটি মতের ওপর আরেকটির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেননি। তাঁর তাফসীরে কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা দেখা যায়।

৫. **তাফসীরে সালাবী :** এ তাফসীর গ্রন্থের প্রণেতা আবু ইসহাক আহমদ ইবনে ইবরাহীম সালাবী নিশাপুরী। তিনি ৪২৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। আবু ইসহাক সালাবী সাহিত্যিক, ওয়ায়িয, হাফিযে কুরআন ও তাফসীরকার

Scanned by CamScanner

হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তবে তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আল কাশফু ওয়াল বায়ানু আন তাফসীরিল কুরআন গ্রন্থের জন্যই বিশেষভাবে পরিচিত। এ তাফসীরে তিনি বিভিন্ন মতামত দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা এবং ফিকহী মাসায়েলও তুলে ধরেছেন। তবে ফিকহ আলোচনা করার ক্ষেত্রে তিনি শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের মতামত যাচাই বাছাই ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

৬. **তাফসীরে বাগভী :** এ তাফসীর গ্রন্থখানার নাম মাআলিমুত তানযীল। আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাররা আল বাগভী (মৃ. ৫১০/১৬ হিজরি) এ তাফসীরখানা প্রণয়ন করেছেন। তাফসীরের পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি মহীউস সুন্নাহ ও রুকনুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খবুই আল্লাহ ভীরু ছিলেন এবং অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তিনি আল কুরআন, আল হাদীস ও ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত তাফসীরে তিনি বিদআতপন্থিদের কোনো মতামত উল্লেখ করেননি। রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক যাচাই-বাছাই করেছেন। তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো ধরনের আলোচনা তিনি করেননি। কয়েক স্থানে ইসরাঈলী বর্ণনার উল্লেখ থাকলেও সামগ্রিকভাবে এটি ভালো তাফসীর গ্রন্থ।

৭. **তাফসীরে কাশশাফ :** পূর্ণ নাম আল কাশশাফু আন হাকাইকীত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল ফী উজুহিত তাবীল। লেখকের পূর্ণ নাম আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে উমর ইবনে খাওয়ারিযমী আল যামাখশারী। দীর্ঘদিন যাবৎ বায়তুল্লাহ শরীফে অবস্থান গ্রহণকারী এ মনীষী ৪৬৭ হিজরির রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৫২৮ হিজরি সালে আরাফাতের রাতে খাওয়ারিযম নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর। তিনি মুতাযিলী আকীদার লোক ছিলেন। লেখক তার জীবদ্দশায় বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে তাফসীরে কাশশাফ, আছাছুল বালাগাত ফিল লুগাত, রাবিউল আবরার, খুদুদুল আখবার ইত্যাদি। তবে তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থখানা সমধিক পরিচিত ও সর্বজন গৃহীত একটি তাফসীর। এ গ্রন্থখানা বড় বড় ৪টি খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। এতে সাহিত্য অলংকারে পূর্ণ আলোচনা, বিভিন্ন

Scanned by CamScanner

আঙ্গিকে প্রশ্ন ও উত্তর, মুতাযিলা আকীদাকে প্রাধান্য দান এবং অনেক ক্ষেত্রেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে তাফসীর রচনার এটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এই তাফসীর গ্রন্থখানি ভাষার অলঙ্কারিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ এবং প্রশ্নোত্তর রীতিতে কুরআনের অলৌকিকতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় এক অনবদ্য ধারা সংযোজন করেছে। বর্ণনাভিত্তিক কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে অসমর্থিত বিভিন্ন ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখের যে ধারা দেখা যায়, কাশশাফ গ্রন্থখানা তা থেকে একেবারেই মুক্ত। এর ভাষা ও ব্যাকরণগত আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান। অবশ্য মুতাযিলী মতবাদের সমর্থনে রচিত বলে অনেক ক্ষেত্রেই তাফসীরখানি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

৮. **তাফসীরে ইবনে আতিয়া :** এ তাফসীরের প্রণেতা হলেন আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে গালিব ইবনে আতিয়া আল আন্দালুসী। ৪৮১ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৪৬ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই তাফসীরটি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। ইবনে তাইমিয়া এ তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এ তাফসীরখানা বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের সমষ্টি, বিদআত ও ভ্রান্ত ধারণামুক্ত। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার তাফসীরের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আল কুরআনের আয়াত উল্লেখ করার পর প্রাঞ্জল ভাষায় তাফসীর করেছেন। আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে তাঁর নিজস্ব মতামতও পেশ করেছেন। কখনো কখনো আরবি কবিতার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। ব্যাকরণের কায়দা ও আভিধানিক বিশ্লেষণও তাঁর তাফসীরে দেখা যায়। যেসব শব্দে একাধিক পঠনরীতি আছে তারও উল্লেখ রয়েছে।

৯. **তাফসীরে কবীর :** এটি তাফসীরে কবীর নামেই সমধিক পরিচিত। এর আরেকটি নাম মাফাতীহুল গায়ব। এর রচয়িতা ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.)। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা মতে, ইমাম রাযীর এই তাফসীরখানি অত্যন্ত বৃহদাকারের। কিন্তু তিনি তাঁর স্বল্প আয়ুর জন্য এর কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর বিখ্যাত দুই ছাত্র শিহাব উদ্দিন আহমেদ ও নাজমুদ্দিন আহমদ এই বৃহদাকার তাফসীরের কাজ শেষ করেন। এর মধ্যে নাজমুদ্দিন লেখেন পরিশিষ্ট এবং শিহাব উদ্দিন অবশিষ্ট তাফসীর।

ইমাম রাযী ছিলেন কালাম শাস্ত্রের ইমাম। এ কারণে তাঁর তাফসীরে যুক্তি, কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থিদের বিভিন্ন মতবাদ

Scanned by CamScanner

খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বস্তুত আল কুরআনের মর্মার্থ উদ্ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ। এ তাফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে আল কুরআনের মর্মবাণী বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। তিনি সূরা আল-ফাতহ পর্যন্ত এ তাফসীর নিজে লিখেছেন।

১০. **তাফসীরুল কুরতুবী :** এ তাফসীরের পুরো নাম আল জামি লি আহকামিল কুরআন। স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলিম আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাগ আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) হচ্ছেন এ তাফসীর প্রণেতা। তিনি ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালিকের মতানুসারী। ইবাদত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কুরআন মজীদে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, ইরাব বা স্বরচিহ্ন, ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে কুরতুবী মোট ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।

১১. **তাফসীরে বায়যাভী :** এই তাফসীর গ্রন্থটির মূল নাম 'আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আখসারুত তানযীন' রচয়িতা কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী। সন্দেহাতীতভাবে এটি একটি উত্তম তাফসীর গ্রন্থ। তাফসীরে বায়যাভী ২ খণ্ডে সম্পন্ন। এতে ই'রাব মা'আলী ও বায়ান বা ব্যাকরণ ও অলঙ্কারগত যত বর্ণনা রয়েছে তার অধিকাংশই আল্লামা যামাখশারীর কাশশাফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হিকমত ও কালাম শাস্ত্রীয় বিষয়গুলো তাফসীরে কবীর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আয়াতের ফযীলত বর্ণনায় তিনি যে-সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে অনেক দুর্বল বর্ণনাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও মুতাযিলা মতবাদের আলোকে রচিত তাফসীরে কাশশাফের জবাবী তাফসীর হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমদের কাছে তাফসীরে বায়যাভী বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

১২. **তাফসীরে বাহারুল মুহীত :** আল্লামা আবু হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (মৃ. ৭৫৪ হি.) কর্তৃক এ তাফসীরখানা লিখিত। ইসলামী জ্ঞান প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবি ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তাফসীরে কালামুল্লাহর বৈয়াকরণিক ও অলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned by CamScanner

১৩. **তাফসীরে ইবনে কাসীর :** কাশফুয জুনুন-এর লেখক বলেন, তাফসীরে ইবনে কাসীর একটি বৃহদাকার তাফসীর। এর রচয়িতা হলেন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর। তাফসীরে ইবনে কাসীর 'তাফসীর বিল মামুর' বা হাদীসভিত্তিক তাফসীরের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। লেখক প্রয়োজনবোধে সমালোচনার নীতিও অনুসরণ করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বৃহদাকার এ তাফসীরখানি বাংলায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১৪. **তাফসীরে সাআলাবী :** এর পুরো নাম আল যাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন লিস সাআলাবী। প্রণেতা আবু যায়িদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আস সাআলাবী আল জাযাযিরী আল মালিকী (মৃ. ৮৭৬ হি.)। তিনি অষ্টম শতকের বিশিষ্ট আলিম, গবেষক ও আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি তাঁর এ তাফসীরে প্রায় একশত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। এতে আল্লাহভীতি, আখিরাতের জীবন ইত্যাদি আল কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. **তাফসীরে ফাতহুল কাদীর :** আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী আল শাওকানী রচিত তাফসীর গ্রন্থ। তিনি ছিলেন ইয়ামানের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ও চিন্তাবিদ। এ তাফসীরে তিনি কুরআন মজীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বর্ণনা সমৃদ্ধ করেছেন। সবমিলিয়ে এটি বুদ্ধি ও ইতিহাসভিত্তিক বর্ণনার একটি সুসমন্বিত তাফসীরে পরিণত হয়েছে।

১৬. **তাফসীর আদ দুররুল মানসুর :** এ তাফসীরের প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (মৃ. ৯১০ হি.)। এর পুরো নাম আদ দুররুল মানসূর ফী তাফসীর বিল মাসূর। তাতে তাফসীরকার নিজের সাধ্যানুযায়ী আল-কুরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগে হাফিয ইবনে জরীর (র), ইমাম বাগভী (র), ইবনে মরদভিয়া (র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র) তাদের সকলের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ তাঁর গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রিওয়ায়াতের সাথে ওইগুলোর পুরো সনদের উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রিওয়াত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্রিত করা। এ কারণে সুয়ূতীর তাফসীর গ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর

Scanned by CamScanner

বর্ণিত সকল রিওয়ায়াতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুয়ূতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রিওয়ায়াতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ সূত্র কোন ধরনের সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

১৭. **রুহুল মাআনী :** আল্লামা মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ এই তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা। তাসাউফ বা সূফিবাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে রচিত তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এ তাফসীরে বাহ্যিক অর্থ বর্ণনার পরে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর সাথে বাহ্যিক অর্থের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এ তাফসীরকে 'তাফসীরে ইশারী'ও বলা হয়ে থাকে। তাফসীরটির পুরো নাম রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানী। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী (মৃ ১১৩৭ হি) এ তাফসীরখানা লিখেছেন। তাফসীরে রুহুল মাআনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। তাফসীরকার এ বিরাট তাফসীর গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকাইদ-বিশ্বাস, কালাম শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তাফসীরকারের তুলনায় অধিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৮. **তাফসীরে জালালাইন :** নানা কারণে তাফসীরে জালালাইন বিখ্যাত তাফসীর। এর রচয়িতা জালালাইন দুইজন জালাল। এদের একজন জালালুদ্দিন সুয়ূতী এবং অন্যজন জালালুদ্দিন মহল্লী। রচনাশৈলী, উপস্থাপনা এবং বর্ণনাধারায় ভিন্নধরনের কৌশল অবলম্বনের কারণে বিশেষত মাদরাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিকট এর স্বতন্ত্র কদর লক্ষ করা যায়। আল্লামা মহল্লী এর শেষার্ধ রচনার পর ইন্তিকাল করেন। এরপর মাত্র ২২/২৩ বছর বয়সে আল্লামা সুয়ূতী বাকী অর্ধেকের কাজ সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আল্লামা মহল্লী যত সংখ্যক শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে শেষার্ধের তাফসীর করেন আল্লামা সুয়ূতীও ঠিক তত সংখ্যক শব্দ ও বাক্যে অবশিষ্ট তাফসীর সম্পন্ন করেন।

Scanned by CamScanner

১৯. **তাফসীরে মানার :** আল্লামা রশীদ রিযা এ তাফসীরের রচয়িতা। তিনি লিবিয়ার ত্রিপলিতে জন্মগ্রহণ করলেও স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন মিসরে এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি বার খণ্ডে বিভক্ত। তবে এর সম্পূর্ণ মুদ্রণ সম্পন্ন হয়নি। সূরা ইউসূফের শেষ পর্যন্তই কেবল মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর তাফসীরের ভূমিকা থেকে জানা যায়, তিনি শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর শিষ্যত্বে পাঁচখণ্ডের তাফসীর শুনেছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, উস্তাদের দরস থেকে ফিরে আসার পর যা কিছু স্মরণে থাকত তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এর সাথে সাথে নিজের মতামতও লিপিবদ্ধ করতেন। এরপর আব্দুহু ইন্তেকাল করেন। তাঁর তাফসীর করার কাজও বাধাগ্রস্ত হয়।

২০. **মাআলিমিত তানযীল :** ইমাম মহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আল ফায়রা বাগাবী কর্তৃক এই তাফসীর গ্রন্থখানি রচিত। রচনাশৈলী সাধারণ্যে তেমন প্রসিদ্ধ না হলেও গবেষক মহলে এর বিশেষ কদর রয়েছে।

২১. **তাফসীরে মাযহারী :** আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (মৃ. ১২২৫ হি.) এ তাফসীরের প্রণেতা। তাফসীরকার তাঁর আধ্যাত্মিক শায়খ মাযহার জানে জানান দেহলভী (র)-এর নামানুসারে এ তাফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একটি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তাফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে আল কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। তাফসীরকার আল কুরআনের শব্দাবলির বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য তাফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

২২. **মাআরিফুল কুরআন :** মুফতী মুহাম্মদ শফী (মৃ. ১৩৯৬ হি.) স্বয়ং বলেন, কুরআন মজীদের একখানা স্বতন্ত্র তাফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ পাকের খাস রহম করমে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন রচনার সকল উপকরণ একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ তাফসীরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। যেমন–
১) আয়াতের সাধারণ অনুবাদ করা হয়েছে। এরপর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

Scanned by CamScanner

করা হয়েছে। ২) ফিকহ সম্পর্কিত মাসআলা মাসাইল বর্ণনা করে কুরআন মজীদের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা হয়েছে। ৩) তৃতীয় কাজ হলো মাআরিফ ও মাসায়িল। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলিমগণের তাফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমি সহজ উর্দূ ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরিবেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছি, তা হচ্ছে, ক) আলিমগণের পক্ষে কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকার শাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কিরাআত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমতো উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তাফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে। খ) নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে আল কুরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কুরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

২৩. **তাফহীমুল কুরআন :** সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী এ তাফসীরখানা রচনা করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য আল-কুরআনকে আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪২ সালে তিনি এ তাফসীর লেখা শুরু করেন এবং ৩০ বছরে লেখা

Scanned by CamScanner

শেষ করেছেন। রাসূল (স)-এর যুগের পর যত তাফসীর লেখা হয়েছে, সে সবই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে আল-কুরআনকে বাস্তবে মেনে চলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও উপযোগী। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল বিধায়, তখন এসব তাফসীর মুসলিম উম্মাহর বিরাট খিদমতে এসেছে। যেহেতু তখন ইসলামকে নতুন করে কায়েম করার জন্য আন্দোলনের দরকার ছিল না, তাই ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে তাফসীর লেখা সময়ের দাবিও ছিল না।

সাইয়্যিদ মওদুদী যখন তাফসীর লিখেছেন তখন এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র, আইন, আদালত ইত্যাদি ছিল না। ফলে ইকামাতে দীনের আন্দোলনের কাজ শুরু করা প্রয়োজন হয়েছে। তিনি আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে আল কুরআনের এ তাফসীর লেখা জরুরি মনে করেছেন। মওলানা মওদুদী তার এ তাফসীরে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ইবাদত, নৈতিকতা, ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনীতি, রাজীনীতি, আইন ও বিচারনীতিসহ পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনধারার যুগোপযোগী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এ তাফসীর সীরাত ও সুন্নাতে রাসূলের যেন এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনার নির্দেশনাকে সীরাতে রাসূল, সাহাবায়ে কিরামের জীবনধারা ও বর্তমানকালের বাস্তবতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পেশ করেছেন চমৎকারভাবে। তাই ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে হলে এবং আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের দায়িত্ব পালন করতে হলে এ তাফসীর অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি। তাফসীরখানা উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছে এবং বাংলাসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

২৪. **ফী যিলালিল কুরআন :** এটির পুরো নাম ফী যিলালিল কুরআন। এটি রচনা করেছেন এ কালের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম উম্মাহর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (মৃ. ১৯৬৬ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একাধারে বিখ্যাত লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রখন দীনি জ্ঞানসম্পন্ন আলিম। ফী যিলালিল কুরআন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এটি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থ। তিনি এতে আহলে সুন্নাত

Scanned by CamScanner

ওয়াল জামাআতের আকীদা তুলে ধরেছেন। এটি তাফসীর বির রায়ের অন্তর্ভুক্ত। এতে তাঁর ইজতিহাদলব্ধ অনেক বিষয় বিদ্যমান। কুরআন সুন্নাহর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কোনো ইজতিহাদ তিনি করেননি। এতে অনেক হাদীস বিদ্যমান। সাইয়্যিদ কুতুব তাঁর তাফসীর গ্রন্থের উৎস হিসেবে কুরআন মজীদ, হাদীস, সাহাবা ও তাবিঈগণের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এ তাফসীরের মাধ্যমে অধ্যয়নকারীর অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে, বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর এ তাফসীরে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত গাইড লাইন বিদ্যমান। এতে রয়েছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ। তাই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এটি পঠিত ও আলোচিত। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি তাফসীরখানা রচনা করেন। এটি ২২ খণ্ডে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কুরআন মজীদের আধুনিকতম তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত ফী যিলালিল কুরআন অন্যতম। আরবি ভাষায় রচিত এ তাফসীর গ্রন্থখানি ইংরেজি ও বাংলাসহ পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই ভাষান্তরিত হয়েছে। বিশেষত বর্তমান বিশ্বে কুরআনের প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক নির্দেশিত হয়েছে বিশাল কলেবরের এই তাফসীর গ্রন্থে।

২৫. রাওয়ায়িউল বায়ান : এর পুরো নাম রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরিল আয়াতিল আহকাম। এর রচয়িতা শায়খ মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী। তিনি ১৯৩০ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আল সাবুনী তাফসীরের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য মুসলিম উম্মাহকে উপহার দেন। তাঁর গোটা গবেষণা কর্মই আল কুরআনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কীভাবে অধিকতর সহজভাবে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত মর্ম মানুষের নিকট পেশ করা যায় তা ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য। তাঁর **রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরিল আয়াতিল আহকাম** (رَوَائِعُ الْبَيَان فِىْ تَفْسِيْرِ اٰيَاتِ الْاَحْكَام) গ্রন্থখানি একটি অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ। এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত একখানা আধুনিক তাফসীর গ্রন্থ। আল সাবূনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে প্রদত্ত লেকচারের আদলে তৈরি ৭০টি

Scanned by CamScanner

লেকচারের সমন্বয়ে এ তাফসীরখানা প্রণয়ন করেছেন। এতে অতীত ও বর্তমানকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন মজীদের বিধানসমূহ সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি সুশৃঙ্খল ও গভীর গবেষণা দ্বারা সম্পাদিত। সাবূনী গোটা কুরআন মজীদ থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ চয়ন করে তাফসীরখানা সম্পন্ন করেছেন যে অংশগুলো আহকামের সাথে সম্পর্কিত।

আল-সাবূনী তাঁর **রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরিল আয়াতিল আহকাম** রচনার ক্ষেত্রে ১০টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। যেমন,

ক) ভাষাবিদ ও তাফসীরকারগণের মতামতের আলোকে শাব্দিক বিশ্লেষণ। এতে বিভিন্ন অভিধানের উক্তি ও আরবি কবিতাসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

খ) সংশ্লিষ্ট আয়াতের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ পেশ করা হয়েছে।

গ) আয়াতের শানে নুযূল এবং যে উৎস থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে সে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ) আয়াতের পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) বহুল প্রচলিত কিরাআত বা পঠন রীতিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

চ) আরবি ব্যাকরণ অনুসারে শব্দের ইরাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছ) আয়াতের মর্ম, রহস্য, ভাষা অলঙ্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুতীক্ষ্ণ বিষয়াবলির আলোচনা করা হয়েছে।

জ) শরঈ হুকুমগুলো বিভিন্ন ফকিহগণের দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে। সাথে এগুলোর মাঝে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অথবা সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঝ) তাফসীরের জন্য নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট আয়াতের বাস্তব জীবনে দিকনির্দেশনাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ঞ) খাতিমা বা আলোচনার সমাপনী বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। যাতে বর্ণিত হুকুমসমূহের প্রচলিত রহস্য বা যৌক্তিকতার আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বস্তুত আল-সাবূনীর **রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরিল আয়াতিল আহকাম** কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর নয়। তারপরও বলা যায়, সহজে সকলের কাছে কুরআনের মর্মবাণী বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপনের যে

Scanned by CamScanner

অঙ্গীকার তিনি করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। এতে আগের ও পরের ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও লেখকগণের মতামত তুলে ধরে যুগ জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের একটি সহজ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এটি অনেকটা তুলনামূলক অধ্যয়নের পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে।

২৬. **সাফাওয়াতুত তাফাসীর :** তাফসীরের পূর্ণ নাম সাফাওয়াতুত তাফাসীর তাফসীরুন লিল কুরআনিল কারীম। এটিও শায়খ মুহাম্মদ আলী সাবুনী রচনা করেন। পূর্ণ পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তাফসীর গ্রন্থখানা ১৯৮৯ সালে শেষ করেন। এটি পবিত্র কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম আধুনিক তাফসীর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ গ্রন্থে সহজ-সাবলীল ভাষায় তাফসীর করা হয়েছে। আল-কুরআনের বিধানাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বহু বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এর আরো একটি বিশেষ দিক হলো, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে এবং আয়াতের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হয়েছে। এতে সুরার শুরুতে সংক্ষিপ্তাকারে ওই সূরার বর্ণনা ভাবধারা ও উদ্দেশ্য, পূর্ব পরের আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক, আরবি ভাষায় শব্দের সহজ প্রতিশব্দ, শানে নুযূল, সাহিত্যের অন্যতম বিষয় বালাগাত ও ফাসাহাতের প্রতি পূর্ণ নজর রাখা হয়েছে।

২৭. **আযওয়াউল বায়ান :** এর পূর্ণ নাম আযওয়াউল বায়ান ফী ইযাহিল কুরআনি বিল কুরআন। এর প্রণেতা মুহাম্মদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মদ আল মুখতার আল শানকীতী। তিনি ১৯৯৩ সালে পবিত্র হজ আদায়ের পর মক্কা মুয়াযযামায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মাআল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ তাফসীরে তাওহীদ, ফিকহ, উলুমুল কুরআন ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যের আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশ্বাসের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। একে বর্তমান বিশ্বে তাফসীরের বিশ্বকোষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১৯৮৮ সালে গ্রন্থখানি দশখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

Scanned by CamScanner